ORION GROUP

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার

এর শুভ উদ্বোধন

বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১১ অক্টোবর, ২০১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই উড়ালসড়কটি এযাবতকালের দেশের বৃহত্তম উড়ালসড়ক। উড়ালসড়কটি উন্মুক্ত হলে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর জনমানুষের যাতায়াতের পথ সুগম হবে এবং বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকার নিত্যদিনের যানজট বহুলাংশে নিরসন হবে।

ঢাকা একটি সুপ্রাচীন নগর। ১৯৭১ সালে জতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঢাকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকার উড়ালসড়কটি উদ্বোধন করছেন। তাই আজকের এইদিনটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ।

বর্তমান সরকার ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য নির্মাণ করেছে মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডের জিল্লুর রহমান উড়ালসড়ক, কুড়িল-বিশ্বরোড উড়ালসড়ক ও বনানী ওভারপাস। এরই ধারাবাহিকতায় নির্মিত হলো মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়ক। এ উড়ালসড়কের নির্মাণ কাজ স্বল্পসময়ে শেষ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয় স্বস্তিদায়ক এবং বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমূলক একটি বিরাট সাফল্যগাঁথা।

আমি এই উড়ালসড়ক নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আজকের শুভদিনে দেশের দীর্ঘতম মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়াল সেতু (যাত্রাবাড়ি-গুলিস্তান উড়ালসেতু) উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ঢাকার ইতিহাস এক নবদিগন্তে পদার্পণ করছে। মোহাম্মদ হানিফ ছিলেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ঢাকার প্রথম মেয়র। যিনি একুশে আগস্টের নির্মম গ্রেনেড হামলার শিকার হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই নিবেদিত প্রিয় মানুষটির নামে এই উড়ালসেতুটির নামকরন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা সত্যি ইতিহাসে যুক্ত হবার মতো বিষয়। তাঁর নির্দেশে ঢাকার এই ব্যস্ততম এলাকায় এই দীর্ঘতম উড়ালসেতুর স্থান নির্বাচন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। তিনি সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন এই বিওওটি প্রকল্পটি। তাঁর ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও দিকনির্দেশনায় বাস্তবায়িত হয়েছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসেতু।

ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম স্থানে এমন একটি উড়ালসেতু নির্মাণ ছিল অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের শ্রম, মেধা ও মনন দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে খাঁটি দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন আবারও প্রমাণিত হয়েছে আমরা সাবলম্বী হতে শিখেছি। আমাদের এখন দাঁড়াবার সময় এসেছে। একটি জাতি স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছরে আর পরামুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চায় না। উন্নয়নের ধারাবাহিকতার অনুশীলন আমাদের খুবই প্রয়োজন। এতে করে দেশ ও জাতি বিশ্বের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যেতে পারবে ।

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সহজ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমাদের সরকার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য চাই জনগণের সার্বিক সহযোগিতা এবং মানসিকতার পরিবর্তন। ইতিমধ্যে নগরবাসী মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসেতু বাস্তবায়নে যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যি নজীরবিহীন।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়াল সেতু নির্মাণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ যে সকল সংস্থা যুগপৎভাবে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমি তাদের সকলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বর্তমান সরকার ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করছে। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়াল সড়ক নির্মাণ এ সকল উদ্যোগের সফল প্রতিফলন। উড়াল সড়কটি রাজধানীবাসীর যানজট সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ঢাকা মহানগরীর নিত্যকার যানজটে বহু মূল্যবান কর্মঘন্টা বিনষ্ট হয়। বাধাগ্রস্থ হয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়াল সড়ক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ অপসারণ ছিল সবচেয়ে দুরূহ কাজ। এ জটিল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবির মেধা, মনন ও পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় অধিবাসী ও দুরপাল্লার যাত্রীদের অসীম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সকলের সহযোগিতা এবং সহনশীলতা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যুক্তদের উৎসাহিত করেছে। এ উড়াল সড়ক নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও কনসেশনারী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং স্থানীয় জনগণের সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মহানগরবাসীর নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিতকরণে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে আমরা ঢাকা মহানগরীর সকল অধিবাসীকে একটি সুপরিকল্পিত নগর উপহার দেয়ার প্রত্যাশা করি।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাণী

নিরন্তর প্রচেষ্টার পর অবশেষে স্বপ্নের দুয়ার খুলে গেল। ২০১০ সালের ১৩ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উড়ালসড়ক খুলে দেয়ার ফলে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর গেটওয়ে হিসেবে পরিচিত যাত্রাবাড়ি পয়েন্ট হতে ঢাকা মহানগরীতে যাতায়াতের পথ সুগম হলো। আমরা আশা করছি, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষের চলাচলের দীর্ঘ দিনের কষ্টের প্রহর শেষ হতে চলেছে।

উড়ালসড়কটি দেশের প্রথম সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বে (পিপিপি) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি করতে গিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ স্থানান্তর ছিল দূরূহ কাজ। ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, ডিপিডিসি, বিটিসিএলসহ অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছে। এই কর্মযজ্ঞ চলাকালে যাত্রাবাড়ি-গুলিস্তান রুটের স্বাভাবিক যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, নির্মাণশ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কনসালটেন্ট আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছেন।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়কটি শুধু একটি স্থাপনা নয়, বরং এর দৃষ্টিনন্দন নির্মাণশৈলী অনেক বিদেশী পর্যটককেও বিমুগ্ধ করবে। স্বাধীনতার ৪৩ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকার প্রায় দেড়কোটি মানুষের স্বাভাবিক চলালের জন্য যতটুকু রাস্তা থাকা প্রয়োজন তা বাস্তবে নেই। পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এই মহানগরীর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনপ্রবাহ সমুন্নত রাখার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সীমিত সম্পদ ও জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ সেবাপ্রদানে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বহুমাত্রিক সমস্যাসংকুল ঢাকা মহানগরীর সেবাদানে শুধুমাত্র ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এজন্য চাই সম্মানিত নগরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা।

যারা এই উড়ালসড়ক বাস্তবায়নে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন শরতের এই সুন্দর ও শুভদিনে আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শত ব্যস্তাতার মাঝেও এ উড়ালসড়ক উদ্বোধনে সানুগ্রহ সম্মতি দিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তথা এর সম্মানিত নাগরিকদের পক্ষ হতে তাঁকে উষ্ণ অভিবাদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত যাত্রাবাড়ি-গুলিস্তান মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়ক যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রায় বারো কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের বৃহত্তম এই উড়ালসেতু উম্মোচনের মধ্যদিয়ে দেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে যাত্রাবাড়ি পয়েন্ট খুলে যাওয়ায় ঢাকা মহানগরীর দুঃসহ যানজটে পর্যুদস্ত দীর্ঘদিনের জনমনের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে বর্তমান সরকার তার সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্পসময়ের মধ্যে বিমানবন্দর সড়কের জিল্লুর রহমান উড়ালসেতু, খিলগাঁও উড়ালসেতু, বনানী ওভারপাস, তেজগাঁও ওভারপাস চালু হওয়ায় যানজট নিরসনে সরকারের কাঙ্খিত সাফল্য অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে। মিরপুর-মতিঝিল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে নগরবাসী আরও স্বস্তি পাবেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিওওটি পদ্ধতিতে নির্মিত উড়ালসেতুটি ঢাকাবাসীর জন্য এক বিরল উপহার। বহুমাত্রিক ব্যবহার উপযোগী দৃষ্টিনন্দন উড়ালসড়কটির বাস্তবায়ন আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের ফসল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে এই উড়ালসেতু নির্মাণ চলতি সরকারের উন্নয়নের মাইলফলক হিসাবে নগরবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিবে বলে আমার বিশ্বাস।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়কটি নির্মাণে যে সকল প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্মাণশ্রমিক নিবেদিতভাবে কাজ করেছেন তারা সত্যি দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি উড়ালসেতু নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম.পি

'বেসরকারি বিনিয়োগে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার' একটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন

প্রায় ৪০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নগরী ঢাকার ইতিহাস গৌরবময়। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এ নগরীর যানজট দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে সম্পাদিত সমীক্ষায় সুপারিশ অনুসরণে ১৯৯৯ সালে যাত্রাবাড়ীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। মহানগরীর অন্যতম প্রধান গেটওয়ে যাত্রাবাড়ীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য Feasibility Study including Design options গত ২০০০ সালে সম্পন্ন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারী অর্থের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার বিষয়ে ধারণা থেকে বেসরকারি বিনিয়োগে 'যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার' নির্মাণের স্বপ্ন থেকে পরিকল্পনা তৈরী, কার্যক্রম শুরু করি। ফ্লাইওভার নির্মাণ বেসরকারি বিনিয়োগে এবং প্রকল্প এলাকা প্রদান সরকারী অংশীদারিত্ব নির্ভর পরিকল্পনা নেয়া হয়।

২) দরপত্র প্রক্রিয়াকালে বেসরকারী অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়ন, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মালিকানাসহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং মেয়াদকাল সমাপ্তিতে মালিকানাসহ নির্মিত অবকাঠামো কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে জানুয়ারী ১১, ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চুক্তি (বিল্ড-ওন-অপারেট এবং ট্রান্সফার) বিধিমালা, ২০০৪ প্রকাশিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোসমুহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে বাংলাদেশ বেসরকারি বিনিয়োগ নির্দেশিকা অক্টোবর ৫, ২০০৪ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২ জুন, ২০১০ তারিখে ফ্লাইওভার প্রকল্প নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফ্লাইওভারটি যুগপোযোগী এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণে ডিজাইন সংশোধন করার নির্দেশনা অনুসরণে মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু, সম্প্রসারণাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এর সাথে সমন্বয় ও পলাশী অভিমুখি সম্প্রসারণ করা হয়। র‌্যাম্পসহ ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ৭ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১১.৮ কিলোমিটার হয়েছে।

৪) কনসেশনারী 'ওরিয়ন ইনফ্রাস্ট্রাক্চার লিমিটেড' ডিজাইন ও ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কানাডার লি ইন্টারন্যাশনাল ও ভারতীয় লি এসোসিয়েটস সাউথ এশিয়া, কন্ট্রাক্টর হিসেবে ভারতীয় সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, ফ্রান্সের জিইএ ও ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সকে নিযুক্ত করে। কনসেশনারীর ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি চুড়ান্তকরণ, বাস্তবায়নকালে গুনগত মান রক্ষায় সুপারভিশন ও মনিটরিং এ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে ইনডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট CES India in Association with DDC নিযুক্ত হয়।

৫) প্রধান প্রধান সড়ক ও বাস টার্মিনালে সংযোগে ৪ লেন বিশিষ্ট আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ফ্লাইওভারের ৬টি এন্ট্রি এবং ৫টি এক্সিট র‌্যাম্প রয়েছে। আমেরিকান কোড AASHTO LRFD অনুসরণে Riding quality বিবেচনাক্রমে দৃষ্টি নন্দন Segmental Box Girder করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রচলন অনুসরণে ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি চুড়ান্তক্রমে নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লাইওভারে পাইল সংখ্যা-২৩৬৬, পিয়ার সংখ্যা- ৩১৫, সেগমেন্টাল স্প্যান সংখ্যা-২১৪, টোল প্লাজা- ৭টি, লাইটিং- ৮৫৫টি রয়েছে।

৬) ইউটিলিটি লাইন না সরিয়ে, সরেজমিনে বিভিন্ন সংস্থার ইউটিলিটি লাইন সনাক্তকরণের পর ফ্লাইওভারের প্রতিটি Pile arrangement, Pile Cap shape with level, Span ডিজাইন করা হয়। ইউটিলিটি লাইন ভবিষ্যৎ মেরামতের সুবিধা রেখে RE-wall এর পরিবর্তে Via-duct করতে হয়। Developed & Congested এলাকায় সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ছাড়াও এলাইনমেন্ট বরাবর গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, জয়কালি মন্দিরে রাস্তার উপর গড়ে ওঠা বাস টার্মিনাল/পার্কিং, যান ও জন চলাচল অব্যাহত রেখেই ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ফ্লাইওভারের ৩১৫টি পিয়ারের চরষব arrangement, Pile Cap shape with level ৩১৫ টাইপ করা হয়। যা বিশ্বে নিশ্চয়ই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৭) শুধুমাত্র ফ্লাইওভার ব্যবহারকারী যানবাহনকে টোল দিতে হবে। ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তায় কোন টোল দিতে হবে না। জনসাধারণের চলাচলের জন্য সবসময় রাস্তা উন্মুক্ত এবং টোল ফ্রি অব্যাহত থাকবে। প্রতিযোগীতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদিত টোলের হার এবং কনসেশন পিরিয়ড ২৪ বছর বহাল রয়েছে।

প্রকল্পের কনসেশন পিরিয়ডেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৫% Equity Share Benefit পাবে। যদিও এ ফ্লাইওভার নির্মাণে সরকারের কোন ব্যয় হয়নি বা VGF প্রদান করা হয়নি।

৮) কনসেশনারী 'ওরিয়ন ইনফ্রাস্ট্রাক্চার লিমিটেড'র চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল করিমের বিচক্ষণতা ও গতিশীল ভুমিকার কারণেই একটি সাফল্যের ইতিহাস রচিত হল। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই দেশি/বিদেশি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী, কর্মকর্তা/কর্মচারী, নির্মাণ শ্রমিকের প্রতি যারা নিরলসভাবে কাজ করায় বিভিন্ন বাধা, সীমাবদ্ধতা ও জটিলতার মধ্যেও বাস্তবায়ন হয়েছে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ, আধুনিক, দৃষ্টি নন্দন এই ফ্লাইওভার।

৯) মহানগরীর দক্ষিণাংশের যানজট নিরসনে, দেশের ৩০টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ ফ্লাইওভার নতুন সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগকারীদের জন্য মাইল ফলক হিসেবে রয়ে যাবে।

মোঃ আশিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে জনবহুল অংশে প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ দেশের বৃহত্তম "মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার" উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন হল। যাত্রাবাড়ি-গুলিস্তানের ব্যস্ততম এলাকায় এই ফ্লাইওভার চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরসহ বাস্তবায়নাধীন পদ্মাসেতুর সংযোগ হিসেবে কাজ করবে।

আমি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরবাসীসহ দেশবাসীকে এবং নির্মাণকাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের সম্পদ ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ এই উড়ালসড়ক নির্মাণ করে আমরা আবারও প্রমাণ করেছি দেশপ্রেম এবং জনগণের প্রতি অঙ্গীকার থাকলে যে কোন দুরূহ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। এই বৃহৎ নির্মাণকাজ আমাদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতার বর্হিপ্রকাশ।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ঢাকার যানজট হ্রাস, জলাবদ্ধতা, নদী ও পরিবেশ দূষণ রোধ এবং পরিকল্পিত নগরায়নসহ বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধার প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আমরা স্ট্র্যাটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কম্যুটার রেলওয়ে, ঢাকা শহরের চারিদিকে লিংক রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল-বিশ্বরোড ফ্লাইওভার, বনানী রেল ক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণের পাশাপাশি একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। আমরা রাজধানীর সর্ববৃহৎ দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আমাদের এসকল প্রকল্প মহানগরীর যানযট নিরসন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। মেট্রো রেল এবং তেজগাঁও- মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নগরবাসীর চলাচল আরও স্বচ্ছন্দ হবে।

আমি ঢাকা মহানগরীকে আগামী প্রজন্মের জন্য উপযোগী, উন্নত-সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তরিত করতে সরকারের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

ORION

মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম
চেয়ারম্যান
ওরিয়ন গ্রুপ

বাণী

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ইতিহাস গৌরবময়। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরী ঢাকার যানজট জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেসরকারি বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন হয়ে আসছে বেশ আগে থেকেই। সে আলোকে দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে আগ্রহী হই। বেসরকারি বিনিয়োগে 'যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার' নির্মাণের জন্য গত ২০০৩ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আহুত উন্মুক্ত প্রতিযোগীতামূলক দরপত্রে অংশগ্রহণ করি। কৃতকার্য হওয়ায় ওরিয়ন গ্রুপের সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কনসেশন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

আর্ন্তজাতিক মানের আধুনিক ও দৃষ্টি নন্দন ফ্লাইওভার তৈরীর লক্ষ্যে ডিজাইন ও ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কানাডার লি ইন্টারন্যাশনাল ও ভারতীয় লি এসোসিয়েটস সাউথ এশিয়া, কন্ট্রাক্টর হিসেবে ভারতীয় সিমপেক্স ইনফ্রাস্ট্রাক্চার লিমিটেড, ফ্রান্সের জিইএ ও ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্সকে নিযুক্ত করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২ জুন, ২০১০ তারিখে ফ্লাইওভার প্রকল্প নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ফ্লাইওভারটি যুগপোযোগী এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণে ডিজাইন সংশোধন করার নির্দেশনা অনুসরণে মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, পদ্মা সেতু, সম্প্রসারণাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এর সাথে সমন্বয় ও পলাশী অভিমুখি সম্প্রসারণ করা হয়। র‌্যাম্পসহ ফ্লাইওভারের মোট দৈর্ঘ্য ৭ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১১.৮ কিলোমিটার হয়েছে।

চুক্তির আলোকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প এলাকার বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন অপসারণসহ বাধামুক্ত প্রকল্প এলাকা (Green Field) হস্তান্তর করার পর ৩০ মাস সময়ের মধ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণের কার্যপরিকল্পনা নিয়ে নির্মাণ শুরু করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ইউটিলিটি না সরিয়েই ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। কোন রেকর্ড না পাওয়ায়, সরেজমিনে বিভিন্ন ইউটিলিটি লাইন সনাক্ত করে বিদ্যমান লাইনসমুহের অবস্থান বিবেচনায় ফাউন্ডেশনের প্রতিটি Pile arrangement, Pile Cap, Spans এপ্রোচে RE-wall এর পরিবর্তে Via-duct করতে হয়। দেশের সবচেয়ে যান ও জনবহুল এলাকা সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল ছাড়াও গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, জয়কালি মন্দিরে রাস্তার উপর বাস টার্মিনাল/পার্কিং, বিভিন্ন প্রকার দখল ইত্যাদির মধ্যেই ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়। যার কারণে ফ্লাইওভারের ৩১৫টি পিয়ারের Pile & Pile Cap shape ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। যা বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করি।

যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান-পলাশী অভিমুখী সড়কে ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভারের ৬টি এন্ট্রি এবং ৫টি এক্সিট র‌্যাম্প রয়েছে। আমেরিকান কোড অনুসরণে দৃষ্টিনন্দন Segmental Box Girder করা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক প্রচলন অনুসরণে ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি চুড়ান্তক্রমে Independent Consultants এর তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ফ্লাইওভার ব্যবহারকারী যানবাহনকে টোল দিতে হবে। ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তায় কোন টোল দিতে হবে না। চলাচলের জন্য সবসময় রাস্তা উন্মুক্ত এবং টোল ফ্রি অব্যাহত থাকবে। ১০ বছরের অধিক সময় পূর্বে গত ২০০৩ সালে প্রতিযোগীতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদিত টোলের হার এবং কনসেশন পিরিয়ড ২৪ বছর বহাল রয়েছে। কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে গেলেও, টোলের হার বা কনসেশন পিরিয়ড বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রকল্পের কনসেশন পিরিয়ডেও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৫% Equity Share Benefit পাবে। যদিও এ ফ্লাইওভার নির্মাণে সরকারের কোন ব্যয় হয়নি বা VGF প্রদান করা হয়নি।

এই প্রকল্পের সাফল্যে সমান অংশিদার প্রকল্পের ইক্যুইটি পার্টনার জনতা ব্যাংক,অগ্রনী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, আইসিবি, এবং এসআইবিএল।
আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যার নিবিড় পর্যবেক্ষণে ও নির্দেশনায় এ ফ্লাইওভার নির্মাণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমুহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কনসালটেন্ট, ঠিকাদারসহ নির্মাণে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে, যারা নিরলসভাবে সহায়তা করে বাংলাদেশে ১ম পিপিপি প্রকল্প সফল করেছেন। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকল্প পরিচালক মোঃ আশিকুর রহমানকে যার দক্ষ, সময়োপযোগী পরিচালনায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ, আধুনিক, দৃষ্টিনন্দন ফ্লাইওভার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ যে কোন জটিল প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি তার সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ ফ্লাইওভার নতুন সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগকারীদের জন্য মাইল ফলক হিসেবে রয়ে যাবে।

আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম

بسم الله الرحمن الرحيم

মোঃ আনছার আলী খান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

বাণী

আজ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে ঢাকা শহরের কাঙ্খিত ফ্লাইওভার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার। যার জন্য আমাদের প্রায় ১ যুগেরও বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। তারই ধারাবাহিকতায় ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনগণের কাছে ঢাকা হিসেবে বিবেচিত প্রাচীন ঢাকা আজ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন-ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন পাশাপাশি অবস্থান করে একটি বৃহৎ নগর প্রশাসনিক অঞ্চলের রূপ ধারন করেছে। সময়ের প্রয়োজনে ঢাকার আশপাশের অঞ্চলে আরো কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন স্থাপিত হবে এটাই আমাদের কাম্য। ঢাকা অঞ্চলের জন্য এ সড়কটি প্রধান সড়ক এবং এ সড়কটির যান চলাচল যত দ্রুত হবে; নগরসমূহের কর্মকান্ড ও তত দ্রুততার সাথে পরিচালিত হবে এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেগবান হবে। এ বিষয়টি সরকার যথাযথভাবে উপলব্ধি করে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার অংশের কাজ দ্রুতসময়ে শেষ করেছে। আমার বিশ্বাস আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বেই আগামী দিনে নগরের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় ফ্লাইওভার, গ্রেটসেপারেটর, পাতাল রেল, এ্যালিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ নির্মিত হবে।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার নির্মাণ গতানুগতিক কোন নির্মাণ কাজ ছিল না। এ রাস্তার মধ্যেই ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, ডিপিডিসি, বিটিসিএলসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের মূল সার্ভিস লাইনগুলো অবস্থিত ছিল। এ সব ইউটিলিটি লাইন রি-লোকেট করে এবং যান চলাচল অব্যাহত রেখেই ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা ছিল সবচেয়ে জটিল কাজ। এ নির্মাণ কাজে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা যথেষ্ট সহযোগীতার হাত প্রসারিত করেছে। বিশেষ করে ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, বিটিসিএল, ডিপিডিসি, বাংলাদেশ পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রিয় নগরবাসীকে; যারা যানচলাচলের সাময়িক অসুবিধা সহ্য করে আমাদের কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই বেসরকারী উদ্যোগী সংস্থা ওরিয়ন ইনফ্রাষ্ট্রাকচার লিঃ কে যারা এরূপ সামাজিক কাজে বিনিয়োগ করে সরকারের পাশে এসে দাড়িয়েছে এবং এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব আশিকুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই, বর্তমান ও বিগত দিনে দায়িত্বপালনকারী প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে; যারা নির্মাণকালীন সময় এ প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে তদারকি করেছেন।

সবশেষে, বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে; যার দৃঢ় পদক্ষেপে আজকে ঢাকাবাসীর জন্য একটি নতুন ইতিহাসের সূচনা হতে যাচ্ছে।

মোঃ আনছার আলী খান